ফুলবাড়ী ও জিসিএম: লন্ডনে শেয়ারহোল্ডারদের সভায় মিথ্যাচার

রিচার্ড সলি

বিশাল জনপ্রতিরোধের মধ্য দিয়ে এশিয়া এনার্জি (পরিবর্তিত নাম জিসিএম) ফুলবাড়ী থেকে বিতাড়িত হয়েছে ২০০৬ সালে। ধ্বংসযজ্ঞের হাত থেকে বেঁচেছে বাংলাদেশ। গণঅভ্যুত্থানের মুখে চারদলীয় সরকার জনগণের সাথে চুক্তি করেছে এশিয়া এনার্জিকে দেশ থেকে বহিষ্কার এবং উন্মুক্ত খনি নিষিদ্ধ করবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে। এই চুক্তির প্রতি তখন সমর্থন জানিয়েছেন তৎকালীন বিরোধী দলীয় নেত্রী বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। (সর্বজনকথা, আগষ্ট ২০১৬ বিশেষ সংখ্যায় এ বিষয়ে আরও লেখা আছে।) এশিয়া এনার্জির সাথে চুক্তির আর নবায়ন হয়নি। তারপরও বেআইনীভাবে এই ভুইফোঁড়, খুনি ও জালিয়াত কোম্পানি বছরের পর বছর লন্ডনের শেয়ারবাজারে ফুলবাড়ী খনি দেখিয়ে ব্যবসা করছে। কোনো সরকারই এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়নি। উল্টো সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় তারা এখনও ফুলবাড়ীতে সন্ত্রাসী-দুর্নীতিবাজ-মাদক ব্যবসায়ীদের ব্যবহার করে ঢোকার চেষ্টা করছে, তাড়া খেয়ে মামলা দিয়ে হয়রানি করছে ফুলবাড়ী আন্দোলনের সংগঠকদের। জনপ্রতিরোধ এখনও জারি থাকায় বারবার তারা ব্যর্থ হচ্ছে। এখানে লন্ডন শেয়ার মার্কেটে তাদের ব্যবসা, সরকারের সাথে যোগাযোগ ও মিথ্যাচারের একটি চিত্র পাওয়া যাবে বার্ষিক সাধারণ সভার একটি রিপোর্ট থেকে। এই সভা অনুষ্ঠিত হয় লন্ডনে ১৫ ডিসেম্বর ২০১৬। অনুবাদ করেছেন সামিনা লুৎফা নিত্রা।

জিসিএম রিসোর্সেসের একমাত্র প্রকল্প হলো ফুলবাড়ী কয়লা প্রকল্প; উত্তর-পশ্চিম বাংলাদেশে একটি উন্মুক্ত কয়লা খনি স্থাপনের পরিকল্পনা তাদের। বাংলাদেশ সরকারের অনুমোদনের অপেক্ষায় থাকা এ প্রকল্পটি বেশ কয়েক বছর ধরে স্থগিত হয়ে আছে। বাংলাদেশ সরকারের দিক থেকে অস্পষ্টতা আর স্থানীয় জনগণের শক্তিশালী বিরোধিতার পরও প্রতিবছর কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভায় তারা আমাদের বলে যাচ্ছে যে একদিন এই প্রকল্প চালু হবে।

জিসিএম রিসোর্সেসের পরিচালনা পর্ষদের পরিচালকরা (ডিরেক্টরস) খুব দ্রুত বদল হন– তাঁরা আসেন আর যান। নির্বাহী সভাপতি হিসেবে দাতুক মাইকেল টাং ২০১৩-র জুন থেকে টিকে থাকলেও ডাটোর এমডি উইরা দানি বিন আবদুল দাইম ২০১৩-র অক্টোবরে জিসিএমের পরিচালনা পর্ষদে যোগ দিয়ে ২০১৬-র আগস্টে ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে পদত্যাগ করেন। গাই এলিওট ২০১৩-র জুন থেকে ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ছিলেন বোর্ডে। ২০১৫-র সেপ্টেম্বর থেকে এখনো সেখানে আছেন নিক রওফ দাউদ, ভাবছি তিনি কত দিন টিকবেন কে জানে! মাইকেল টাং ও নিক রওফ দাউদের সাথে এবারের এজিএমে পরিচালনা পর্ষদে নতুন যুক্ত হলেন অর্থনৈতিক পরিচালক জেমস হবসন; তাঁর যদি কিছু পরিমাণ বুদ্ধি-বিবেচনা থাকে তাহলে তাঁর একটা এক্সিট স্ট্র্যাটেজি তৈরি আছে আশা করি। জেমসকে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয় আন্তর্জাতিক উন্নয়ন বিষয়ে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন হিসেবে, সভার পরবর্তী অংশে যা আলোচনার খোরাক হয়ে ওঠে। চিফ অপারেটিং অফিসার গ্যারি লাই স্কাইপের মাধ্যমে ঢাকা থেকে সংযুক্ত হন।

এঁরা ছাড়া লন্ডনের ওয়েস্টএন্ডের প্রাচুর্যপূর্ণ রয়্যাল এরোনটিক্যাল সোসাইটির সভাকক্ষে মাত্র ১৫ জন সভ্য উপস্থিত ছিলেন। এই ১৫ জনের মধ্যে নিরাপত্তাকর্মীরাও ছিলেন, যাঁরা আমার মনে হয় আমরা যারা ফুলবাড়ী সলিডারিটি গ্রুপ আর লন্ডন মাইনিং নেটওয়ার্ক থেকে গিয়েছিলাম, তাদের দেখভালের জন্যই সেখানে ছিলেন।

এজিএমের বাইরেই ঘটনা বেশি ঘটছিল, যেখানে ফুলবাড়ী সলিডারিটি গ্রুপ আর তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির যুক্তরাজ্য শাখা বেশ সরব প্রতিবাদ জারি রেখেছিল।

সভাকক্ষের ভেতরে কোম্পানির সভাপতি মাইকেল ট্যাং এজিএম শুরু করলেন কীভাবে তাঁর কোম্পানি ফুলবাড়ীতে উন্মুক্ত খনি প্রকল্পটির অনুমোদন দেয়ার জন্য বাংলাদেশের সরকারের কাছে অনেক বছর ধরে দরবার করে যাচ্ছে তার বিবরণী দিয়ে। যেহেতু বর্তমান সরকার প্রধানত কয়লা ব্যবহারের মাধ্যমে জাতীয় জ্বালানি খাতকে সম্প্রসারিত করার সংকল্পে বদ্ধপরিকর, তাই তাদের এখনকার কৌশল হচ্ছে সরকারের কাছে প্রকল্পটিকে এমন আলোকে উপস্থাপন করা, যা সরকারের চাহিদা পূরণ করে। যেহেতু সরকার এখন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনে অন্য দেশের সরকারের সাথে চুক্তি করতে বেশি আগ্রহী, জিসিএম যদি তাদের প্রকল্পটিকে তেমনভাবে উপস্থাপন করতে পারে তাহলে সরকারি অনুমোদন সহজ হবে বলে তাঁরা মনে করেন। তিনি জানান যে তাদের (জিসিএমের) চীনা কোম্পানি সিজিজিসির সাথে স্বাক্ষরিত মেমোরেন্ডাম অব আন্ডারস্ট্যান্ডিং, সংক্ষেপে যাকে এমওইউ বলে, সেটা স্বাক্ষরিত হওয়ায় তাঁদের পক্ষে খনিমুখে যৌথ উদ্যোগে ২০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হবে। এখনো অনেক কাজ বাকি আছে, তবে এই এমওইউকে সঠিক পদক্ষেপ বলে তিনি বর্ণনা করেন। এরপর তিনি শেয়ারমালিকদের আরেকটি বছর জিসিএমের প্রতি দায়বদ্ধ থাকার জন্য ধন্যবাদ দেন।

কার্যসূচিতে প্রথম বিষয় ছিল কোম্পানির বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব ও পরিচালকের প্রতিবেদন পেশ। ট্যাং প্রস্তাব করলেন যে প্রথম কার্যসূচির আওতায় শুধু বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাবের ওপর প্রশ্নোত্তর করা যাবে; পরিচালকের প্রতিবেদনের ওপর প্রশ্ন করা যাবে সব কার্যসূচির শেষে। আমি জানতে চাইলাম, শেয়ারমালিকরা কোনো প্রশ্ন করার সুযোগ ব্যতিরেকে একটা প্রতিবেদন অনুমোদন করবেন কী করে? এটা তো খুবই বাজে একটি চর্চা। অথচ পর্ষদ এভাবেই কাজটি করতে চাইল। আমার আরো আপত্তি করার ইচ্ছা হলো না। তবে মাইকেল ট্যাং মনে করিয়ে দিলেন যে তাঁর কাছে কোম্পানির ১৭.৯ মিলিয়ন শেয়ারের প্রক্সি আছে, আমার ১০টা শেয়ার নিয়ে তাঁর এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ভোটাভুটি করাটা নিরর্থক হবে।

আমরা দ্রুত কার্যতালিকার অন্যান্য আনুষ্ঠানিক বিষয়ে আলোচনা শুরু করলাম। ৩ নম্বর সিদ্ধান্তটি ছিল জেমস হবসনকে পরিচালক হিসেবে পুনর্নিয়োগ দেয়া। আমাদের বন্ধু স্যাম ব্রাউন হবসনের কাছে জানতে চাইল, 'আন্তর্জাতিক উন্নয়নের ক্ষেত্র থেকে অন্যতম বিতর্কিত একটি কোম্পানিতে চলে আসার পেছনে কারণ কী?'

হবসনের উত্তর ছিল, তিনি ১০ বছর পূর্ব তিমুরে কাটিয়ে দেখেছেন যে একটা দেশের উন্নতির জন্য চাকরি দরকার। যেহেতু জিসিএম উন্নয়নের মাধ্যমে চাকরির সুযোগ সৃষ্টি করবে, তাই তিনি এই কোম্পানিতে যোগ দিয়েছেন।

স্যাম আরেকবার তাঁকে স্মরণ করাল যে জাতিসংঘের সাতজন ভিন্ন

প্রতিনিধি বলেছেন যে ২ লাখেরও বেশি মানুষ এই ফুলবাড়ী কয়লা প্রকল্পের কারণে পানির অভাবে উচ্ছেদ হবে। এত বড় ঘটনাও তাঁকে তাঁর মতামত পাল্টাতে প্রভাবিত করতে পারেনি?

জেমস হবসনের চটপট উত্তর: ব্রাসেলসে গিয়ে জাতিসংঘের বিশেষ দূতদের সাথে কোম্পানির পরিচালকরা দেখা করেছেন। এবং দূতরা তাঁদের জানিয়েছেন যে তাঁরা যথাযথভাবে গবেষণা না করেই প্রাথমিক আলোচনার ওপর ভিত্তি করে কিছু প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বক্তব্য দিয়েছিলেন। বিষয়টাতে খানিকটা গোঁজামিলের ব্যাপার আছে, আর তাঁরাও নাকি জিসিএমের পরিচালকদের এ বিষয়ে বাইরে মুখ খুলতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন যে এই ঘটনা জানাজানি হলে জিসিএমের জনসংযোগের ক্ষতি হবে। হবসন আরো বলেন, 'আমি প্রজেক্ট সম্পর্কে, এর প্রভাব ও সুবিধা সম্পর্কে ভালোভাবে অবহিত এবং আমি মনে করি, এলাকার মানুষের জন্য এটা বিরাট সুযোগ।'

স্যাম পালটা জানতে চায়: এত বড় সুযোগ হলে প্রকল্পের লোকজন ফুলবাড়ী এলাকায় গেলেই স্থানীয় জনগণ প্রতিবাদ করে কেন? এমনকি স্থানীয়রা গ্যারি লাইয়ের গাড়িতে আক্রমণও করেছিল। রাস্তা অবরোধ করেছিল।

২০১৪ সালে যখন তাঁর গাড়িতে হামলা হয়, 'তখন আমরা ওখানে গিয়েছিলাম স্থানীয় কমিউনিটির মানুষকে প্রকল্পের সুবিধা সম্পর্কে জানাতে।' তাঁর মতে, কমিউনিটি নাকি কোম্পানির কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ ও কর্মসংস্থান বিষয়ে জানতে আগ্রহী ছিল। প্রায় ৩০০ স্থানীয় মানুষের সাথে সভা করার পর দু-একটি পরস্পরবিরোধী দল এসে পুলিশের সামনেই কোম্পানির অফিস ভাঙচুর করে। এটা ছিল একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা। আমাদের ভালো স্থানীয় সমর্থন আছে। ৫৫টির বেশি স্থানীয় কমিউনিটির নেতারা কোম্পানির টিমে কাজ করছে। স্থানীয় কমিউনিটি প্রকল্পটি চায়, কর্মসংস্থান চায়, উন্নয়ন দেখতে চায় এবং তারা খুবই হতাশ যে সেসবের কিছুই ঘটছে না।

একজন বিনিয়োগকারী জানতে চাইলেন, 'আমরা সবাই হরতাল আর প্রতিরোধের কথা শুনেছি। স্থানীয় জনগণের কত ভাগ প্রতিরোধ করছে আর কত ভাগ প্রকল্পের পক্ষে?'

গ্যারি লাই উত্তরে জানান যে, তাঁদের পরিচালিত গবেষণায় পাওয়া গেছে যে ৮০ শতাংশের বেশি মানুষ প্রকল্পের পক্ষে। ফুলবাড়ী এলাকার সংসদ সদস্য কোম্পানির পক্ষে এবং সংসদ সদস্য এলাকার উন্নয়নের সবচেয়ে বড় সমর্থক। তিনি পার্শ্ববর্তী বড়পুকুরিয়া কয়লা খনির সুবিধা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল, আর তাই এ রকম বড় উন্নয়ন প্রকল্প যে এলাকায় কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে তা তিনি বিশ্বাস করেন।

নাছোড়বান্দা স্যাম আবার জানতে চায়, 'গত বছর আমি তোমার কাছে এই জরিপটির পদ্ধতির ব্যাপারে জানতে চেয়েছিলাম, কিন্তু কিছু জানা সম্ভব হয়নি। তুমি গত বছরও অস্বীকার করেছিলে যে তোমাকে এলাকা ছাড়তে হয়েছিল এবং তোমাকে পুলিশের সহায়তা নিয়ে তা করতে হয়েছিল, আর তুমি দাবি করে যাচ্ছ যে স্থানীয়রা তোমাদের ওখানে চায়! অথচ তুমি ২৬ জন স্থানীয় মানুষের বিরুদ্ধে মামলা করেছ, যারা তোমার প্রকল্পের বিরোধী। তোমাকে যে প্রতিরোধকারীরা এলাকা ছাড়তে বাধ্য করল, এ কথাটা কী করে ক্রমাগত অস্বীকার করে যাচ্ছো, যেখানে তুমি প্রতিবাদকারীদের বিপক্ষে নানা পদক্ষেপ নিচ্ছো?'

সভাপতি বললেন যে আমাদের সভার কার্যতালিকার পরবর্তী বিষয়ে যাওয়া উচিত আর আমাদের পক্ষে গ্যারি লাইয়ের কোনো প্রত্যুত্তর শোনা হলো না।

জাহানারা রহমান জানালেন যে, জিসিএম স্থানীয় জনগণকে নিপীড়ন করছে...

সভাপতি প্রত্যুত্তরে জানালেন যে এখনকার করণীয় হচ্ছে জেমস হবসনের পুনর্নিয়োগের বিষয়ে ভোটাভুটি এবং যথারীতি সেই সিদ্ধান্ত পাশও হয়ে যায়।

অন্য সমস্ত সিদ্ধান্ত এভাবে আলোচনা ছাড়াই পাশ হয়ে যায় এবং আনুষ্ঠানিক সাধারণ সভা শেষ হয়। এরপর সভাপতি প্রথম আলোচ্যসূচির ওপর প্রশ্ন করার সুযোগ দেন।

একজন বিনিয়োগকারী বলেন যে–সভাপতি যেমন আশ্বাস দিলেন যে, বাংলাদেশের সরকার কয়লা থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ, তারা ঠিক সেরকমভাবে ব্যর্থও। গত এক বছরে এই মনোভাবে কোনো ধরনের পরিবর্তন এসেছে কি? জিসিএম তো বছরের পর বছর ধরে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে জীবনমানের উন্নয়ন ঘটানোর প্রস্তাব দিয়ে আসছে। সরকার কি তাদের মনোভাব পরিবর্তন করেছে?

মাইকেল ট্যাং বলেন যে এটা খুবই ভালো একটা প্রশ্ন। গত এক বছরে সরকার চীনা, জাপানি আর ভারতীয় নানা প্রতিষ্ঠানের কাছে কয়েকটি বড় বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাজ প্রদান করেছে। সরকার কিন্তু দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়ানোর সব রকমের চেষ্টা চালাচ্ছে। ক্ষুদ্র একটি গোষ্ঠীর প্রতিরোধের কারণে একদিকে যেমন জিসিএমকে ব্যাপক দীর্ঘসূত্রতার মোকাবিলা করতে হচ্ছে এবং এই খনিটা একটা রাজনৈতিক ইস্যুতে পরিণত হয়েছে, তেমন অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী গত দু-এক মাসে জনসমক্ষে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র আর উন্মুক্ত কয়লা খনির পক্ষে সমর্থন ব্যক্ত করেছেন। তিনি টেলিভিশনে সরাসরি সম্প্রচারিত জাতির উদ্দেশে দেয়া বক্তব্যে জার্মানির যেসব প্রকল্পের উদাহরণ টেনেছেন, তারা ফুলবাড়ীতে প্রস্তাবিত খনি থেকে অনেক বড়। তিনি বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারীদের বোঝাতে চাচ্ছিলেন যে উন্মুক্ত খনিও যদি ঠিকভাবে করা যায় তাহলে তা পরিবেশকে সুরক্ষাই করবে। (সঠিক তথ্য: প্রধানমন্ত্রী কখনোই উন্মুক্ত খনির পক্ষে বলেননি। আর ফুলবাড়ী প্রকল্প চেয়েছিল শতকরা ৮০ ভাগ কয়লা রফতানি করতে- *সম্পাদক*)।

সেই বিনিয়োগকারী বলেন যে এটা তো মতামতের প্রায় ১৮০ ডিগ্রি পরিবর্তন এবং সভাপতি তাঁর সাথে একমত হয়ে বললেন যে এটা লিপিবদ্ধ আছে যে, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ফুলবাড়ী কয়লা খনিকে সমর্থন করেছেন। আগস্টে তিনি জাতির উদ্দেশে দেয়া টেলিভিশন ভাষণে জার্মানির উন্মুক্ত খনির ছবি দেখিয়ে বলেছেন যে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র করতে চাই, সুলভ কয়লা পরিবহন আর খনিমুখে বা নদীতীরে কেন্দ্র

> লন্ডনের ওয়েস্টএন্ডের প্রাচুর্যপূর্ণ রয়্যাল এরোনটিক্যাল সোসাইটির সভাকক্ষে মাত্র ১৫ জন সভ্য উপস্থিত ছিলেন। এই ১৫ জনের মধ্যে নিরাপত্তাকর্মীরাও ছিলেন, যাঁরা আমার মনে হয় আমরা যারা ফুলবাড়ী সলিডারিটি গ্রুপ আর লন্ডন মাইনিং নেটওয়ার্ক থেকে গিয়েছিলাম, তাদের দেখভালের জন্যই সেখানে ছিলেন। এজিএমের বাইরেই ঘটনা বেশি ঘটছিল, যেখানে ফুলবাড়ী সলিডারিটি গ্রুপ আর তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির যুক্তরাজ্য শাখা বেশ সরব প্রতিবাদ জারি রেখেছিল।

স্থাপনই তাই ভালো। সাব-ক্রিটিক্যাল কেন্দ্রের চেয়ে সুপার-ক্রিটিক্যাল কেন্দ্র ৪০ শতাংশ কম কার্বন ও সালফার নির্গমন করে। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে জার্মানির উত্তর রাইন অঞ্চলে সাতটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র আছে, যেগুলো উন্মুক্ত কয়লা খনির কাছে স্থাপিত। সেখানে মানুষ বসবাস করে, তারা বিদ্যুৎ কেন্দ্রও স্থাপন করে, বড় একটা পাহাড়ি এলাকা আছে, যেখানে ধ্বংসাবশেষ স্তূপ করা হয় আর একটা কৃত্রিম হ্রদ আছে, যা পর্যটন কেন্দ্র। অ্যাক্টিভিস্ট শেয়ার মালিকদের মধ্যে এসময় হাসির রোল পড়ে যায়, যখন মাইকেল ট্যাং বলেন যে–খনির পিটটিকে পর্যটন কেন্দ্রে পরিণত করা হয়েছে। আরেকজন বিনিয়োগকারী এ সময় চিহ্নিত করেন যে, অনেক বছর ধরেই কোম্পানির পরিচালকরা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করার চেষ্টা চালাচ্ছেন, সেই সাক্ষাৎ কি ঘটেছে? জিসিএমের কেউ কি শেখ হাসিনার সাথে দেখা করতে পেরেছেন?

সভাপতির উত্তর ছিল, 'ব্যক্তিগতভাবে তাঁর সাথে হয়নি, তবে তাঁর সিনিয়র সহকর্মীদের অনেকের সাথেই, যাঁরা মন্ত্রী বা তাঁর উপদেষ্টা, তাঁদের সাথে হয়েছে।' জাহানারা রহমান তাঁদের নাম জিজ্ঞেস করেন, মাইকেল ট্যাং নিরুত্তর।

একজন বিনিয়োগকারী জানতে চান, ১০ বছর আগে জমা দেয়া মূল পরিকল্পনায় একটি ব্রিটিশ কোম্পানি দ্বারা খনিমুখে একটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র হওয়ার কথা ছিল, তখন তো এটা নিয়ে এত উত্তেজনা দেখা যায়নি। আজ হঠাৎ চীনা কোম্পানির সাথে এমওইউ হওয়া নিয়ে এত উত্তেজনা কেন?

সভাপতি জানান যে এই মুহূর্তে বাংলাদেশে বড় কোনো অবকাঠামোগত প্রকল্প করার ক্ষেত্রে সরকারের প্রবণতা হচ্ছে অন্য সরকারের সাথে কাজ করতে তারা বেশি স্বচ্ছন্দ; তাই কোম্পানি চীনা সরকারি সংস্থার সাথে চুক্তি করেছে।

জাহানারা রহমান আবার বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি, যাঁদের সাথে জিসিএমের কথা হয়েছে, তাঁদের নাম জানতে চান। মাইকেল ট্যাং এবার বলেন, সেটা একটা ব্যক্তিগত সভা ছিল।

জাহানারা ২০১৬ সালের ২২ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত দৈনিক সান পত্রিকার একটি রিপোর্টে মন্ত্রীর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন যে বাংলাদেশের সরকার কোনো উন্মুক্ত খনির অনুমতি দেবে না। তিনি বলেন, মাইকেল মিথ্যা তথ্য দিচ্ছেন। তিনি আরো জানতে চান যে মাইকেল কি জ্বালানিমন্ত্রীর সাথে দেখা করেছেন?

নিক রওফ দাউদ বলেন যে সভাপতি প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য সম্পর্কে যা বলেছেন তা বাস্তবানুগ।

সরকারের প্রতিনিধিদের, যাঁদের সাথে কোম্পানির বৈঠক হয়েছে, জাহানারা আবারও তাঁদের নাম জানানোর অনুরোধ করেন।

জাহানারা জানতে চাইলেন, জিসিএম আর চীনা কোম্পানি জ্বালানিমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করেছে কি না। জাহানারা বলেন, 'আমি তো অন্য একটা দেশে গিয়ে একটা কয়লা খনি করে ফেলতে পারি না তাদের জ্বালানিমন্ত্রীর সাথে দেখা না করে। কোম্পানি যাঁদের সাথে দেখা করেছে তাঁদের নামও তিনি জানতে চান।

মাইকেল ট্যাং বলেন যে চুক্তিনামাটি একটি ব্যক্তিগত নথি, যেটা বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি করার সম্ভাব্যতা মূল্যায়ন করার জন্য করা হয়েছিল। কোম্পানি কখনো বলেনি যে সরকার প্রকল্পটি অনুমোদন দেবে। এরপর ট্যাং জাহানারাকে বলেন যে, জাহানারা যে তাঁকে মিথ্যাবাদী বলেছেন, সে বক্তব্যটি তাঁর প্রত্যাহার করা উচিত। তিনি জানতে চান, কোম্পানিতে জাহানারার কতটি শেয়ার আছে। জাহানারা বলেন, তিনি এ কথা জানাতে বাধ্য নন। এরপর বাহাস চলে যে জাহানারার তাঁর শেয়ারের পরিমাণ জানানোর প্রয়োজন আছে কি না। জাহানারা এরপর আগের প্রেস রিপোর্টের কথা তুলে পুনরায় জানতে চান যে কেন জিসিএম স্থানীয় অ্যাক্টিভিস্টদের বিরুদ্ধে স্থানীয় আদালতে অর্থনৈতিক লোকসানের মামলা করে তাদের হয়রানি করছে। সভাপতি বলেন যে, এ ধরনের প্রেস রিপোর্ট সম্পর্কে তাঁর জানা নেই এবং তিনি গ্যারি লাইকে এ বিষয়ে আলোকপাত করতে অনুরোধ করেন।

গ্যারি লাই উত্তরে বলেন যে, যেহেতু কোম্পানির কার্যালয়ে তারা হামলা করেছিল পুলিশের সামনেই, কাজেই মামলাটা পুলিশ করেছে, আর এটা এখন একটি অপরাধের অভিযোগ হিসেবে আছে। ক্ষতি থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য তাঁর মতে আরেকটি ধাপ আছে, যা মোট তিন প্রকার, যেমন–সম্পত্তি ও যানবাহনের ক্ষতি, আর এই কাজ করতে গিয়ে কোম্পানির যে বাড়তি খরচ হয়েছে (বাড়তি টাকা খরচ করে বিভিন্ন পদ্ধতি আরোপ করেতে হয়েছে) এবং কোম্পানির সুনাম ক্ষুণ্ন হয়েছে। তিনি আরো জানান যে সব কিছুই কোর্টে আছে, কোর্টই এখন সিদ্ধান্ত দেবে।

জাহানারা এ পর্যায়ে আবার বলেন যে, তিনি একবার গত বছর এবং আরেকবার এ বছরের মে মাসে দেশে (বাংলাদেশে) গিয়ে স্থানীয় নির্ভরযোগ্য সূত্রের মাধ্যমে খবর পান যে জিসিএম স্থানীয় প্রতিরোধকারীদের আক্রমণ করার জন্য এলাকার মাদকাসক্তদের কাজে লাগাচ্ছে। এটা কি সত্যি? যদি সত্যি হয় তাহলে জিসিএম কেন মাদকাসক্তদের কাজ দেয়? গ্যারি লাই বলেন যে প্রশ্নটা একেবারেই অসামঞ্জস্যপূর্ণ এবং এর কোনো উত্তরও তাঁরা দেননি।

ডাবলিনের স্মার্ফিট বিজনেস স্কুলের রাশেদুর চৌধুরী বলেন যে, সভাপতির একটা বক্তব্যের তিনি অর্থ খুঁজে পাচ্ছেন না আর তা হলো বাংলাদেশের অর্ধেক মানুষের কাছে বিদ্যুৎ নেই। বাংলাদেশের সরকার যেহেতু বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য নিউক্লিয়ার প্লান্ট স্থাপনের চেষ্টা করছে, কাজেই বাংলাদেশের যেটুকু বিদ্যুৎ ঘাটতি আছে তা-ও দূর হয়ে যাবে। এ ছাড়াও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলার কৌশলগুলো এখানে জরুরি। বাংলাদেশের ওপর এর প্রভাব যেহেতু গুরুতর, এবং জাতিসংঘ ও যুক্তরাষ্ট্র যেহেতু জলবায়ু পরিবর্তন ঠেকাতে নানামুখী সাহায্য পাঠাচ্ছে, কাজেই 'আমি কিন্তু আপনাদের উন্মুক্ত খনির পক্ষে বেশি আশাবাদী হতে পারছি না। আপনি যে ৫ (১০-এর মধ্যে)-এর ওপরে সম্ভাবনার কথা বললেন, সেটা কতটুকু বাস্তবে হতে পারে তাতে আমার সন্দেহ আছে।'

সভাপতি বলেন যে তিনি রাশেদুরের মতামত বিবেচনা করবেন, কিন্তু তাঁর কোনো যুক্তিই সভাপতি খণ্ডন করতে পারেননি।

আরেকজন বিনিয়োগকারী বলেন যে সুন্দরবনের কাছে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পটি বিতর্কিত। ফুলবাড়ী কয়লা খনিও বিতর্কিত। সুন্দরবনের বিদ্যুৎ কেন্দ্র বিতর্কিত হয়েছে পরিবেশের প্রতি হুমকি হওয়ার কারণে। কিন্তু ফুলবাড়ী কয়লা প্রকল্পের অনুমতি পেতে এত দেরি কেন লাগছে, যেখানে এত সুবিধা দেয়া হচ্ছে বা জিসিএম যেমনভাবে সুপার-ক্রিটিক্যাল পদ্ধতিতে দূষণ কমাতে পারবে তার গ্যারান্টি দেয়া হচ্ছে? সভাপতি উত্তরে জানান যে তাঁর ধারণা এটা একটা পরম্পরার ব্যাপার–অন্তত ফুলবাড়ীর ক্ষেত্রে। সুন্দরবন একটা নতুন প্রকল্প, যার কোনো রক্তাক্ত ইতিহাস নেই আর এটার পক্ষে প্রচার করা সহজ।

আরেকজন বিনিয়োগকারী জানতে চান যে জিসিএম যে চীনা কোম্পানির সাথে এমওইউ করেছে, সেটা সম্পর্কে বাংলাদেশের সরকারকে তাদের জানাতে হচ্ছে কি না? এমওইউ করতে কি সরকারি অনুমোদন লেগেছে? সভাপতি জানালেন যে সরকারের সাথের চুক্তি অনুযায়ী কোনো অনুমতি লাগে না, কাজেই তাদের অনুমতি লাগেনি। এমওইউ ছিল দুই পক্ষের মধ্যে কেবল মূল্যায়নের জন্য। বিষয়টা অগ্রসর হলে সরকার ও চীনা

পক্ষের মধ্যে একটা যোগাযোগ জিসিএমই ঘটাবে।

আমি বললাম যে কোম্পানির রিপোর্টের চতুর্থ পৃষ্ঠায় দাবি করা হয়েছে যে ফুলবাড়ী কয়লা প্রকল্প চালু হয়ে গেলে নাকি প্রকল্পের কৃষি উন্নয়ন পরিকল্পনার সহায়তায় ও সেচের জন্য বিনা মূল্যে পাওয়া পানির কারণে কৃষকরা উন্নত ফলন পাবে আর অতিরিক্ত আয়ও করতে পারবে। এ ছাড়াও কোম্পানির ওই প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে যে এই প্রকল্প স্থাপন হয়ে গেলে প্রকল্পের কারণে কেউ ক্ষতির সম্মুখীন হবে না। প্রকল্পের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ হিসেবে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে জীবিকা পুনরুদ্ধারের দীর্ঘস্থায়ী সহায়তা প্রদান, গৃহ প্রতিস্থাপন (রিপ্লেসমেন্ট), পুনঃপ্রশিক্ষণ, কর্মসংস্থান, অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদানসহ নানাবিধ সহায়তা প্রদান করা হবে। আমি বললাম যে একই রকমের দাবি ও প্রতিশ্রুতি তিন বৃহৎ ও অভিজ্ঞ বহুজাতিক কোম্পানি আংলো-আমেরিকান, বিএইচপি বিলিটন ও গ্লেনকোরের মালিকানাধীন কলম্বিয়ার কেরেজোন কয়লা কোম্পানিও দিয়েছিল। এই কোম্পানির কমিউনিটি পুনর্বাসন প্রক্রিয়া এবং নতুন উৎপাদনমূলক প্রকল্পগুলো প্রায়শই ব্যর্থ হয়েছে। সম্প্রদায়ের ভেতরে বিভাজন ও দ্বন্দ্ব বৃদ্ধি পেয়েছে, এরই সাথে বেড়েছে কোম্পানির সাথে বিদ্বেষমূলক সম্পর্কও। বহুজাতিক কোম্পানিগুলো স্বীকার করেছে যে তারা অনেক জায়গায়ই ব্যর্থ হয়েছে। এ রকম বড় ও অভিজ্ঞ বহুজাতিকরা যেখানে সম্প্রদায় পুনর্বাসনে সফল হয়নি, সেখানে জিসিএমের মতো ছোট কোম্পানি, যাদের খনির অভিজ্ঞতাও নেই, তারা কীভাবে প্রতিবেদনের প্রতিশ্রুতি পূরণ করার ব্যাপারে এত আত্মবিশ্বাসী হয়?

সভাপতি আমার মন্তব্যের জন্য আমাকে ধন্যবাদ দিলেও আমার প্রশ্নের উত্তর দেন না (এই উত্তর না দেয়া তাঁর একটি প্রিয় কৌশল বলে মনে হচ্ছে)। আমি বললাম, 'পরে বলো না যে আমি তোমাকে সতর্ক করিনি।'

স্যাম ব্রাউন বলেন, যাঁরা রাইনল্যান্ড কয়লা খনি দেখেছেন তাঁরা কখনো বিশ্বাস করবেন না যে কয়লা খনি পর্যটন কেন্দ্র হতে পারে। কারণ কয়লা খনিগুলো আসলে লর্ড অব দ্য রিংসের ধ্বংসস্তূপের মতো। তার পরই তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'গ্যারি লাই, আপনি এখানে আসেননি কেন?' সভাপতির উত্তর, 'খরচ বাঁচাচ্ছেন। উনি ঢাকায়।'

একজন বিনিয়োগকারী বলে বসলেন, 'এর জন্য কোম্পানিকে সাধুবাদ দিতে হবে।'

আরেকজন তখন ফোঁড়ন কাটলেন, 'অবস্থা কি এতই খারাপ? একটা রিটার্ন টিকেটের দাম কত?'

রাশেদুর জানতে চাইলেন, কোম্পানির আসলে খনি উত্তোলনের লাইসেন্স আছে কি না (এটাও একটি সাধারণ বার্ষিক প্রশ্ন)? উত্তরে সভাপতি বলেছেন, জিসিএমের বাংলাদেশ সরকারের সাথে একটি বাইন্ডিং চুক্তি আছে এবং প্রশাসনিক নিয়মানুসারে সরকারকেই একটি সবুজ সংকেত দিতে হবে, যে সংকেতের জন্য কোম্পানি অপেক্ষমাণ।

জাহানারা জানতে চান, রাজনৈতিক দলের নেতারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে ফুলবাড়ীর লাইসেন্স কাউকে দেয়া হবে না। তার পরও কোম্পানি কীভাবে দাবি করে যে তাদের বাইন্ডিং চুক্তি আছে। বাংলাদেশে গেলে যত লোকের সাথে কথা হয়, প্রত্যেকে বলে যে তারা এই প্রকল্পকে কোনোভাবেই চালু করতে দেবে না।

রাশেদুর আবারও বলেন, 'আমি তো গুজব শুনেছি যে সরকার টাটাকে লাইসেন্স দিতে যাচ্ছে।' এই মুহূর্তে কি লাইসেন্স নিয়ে কোনো প্রতিযোগিতা বা আলোচনা চলছে?

ব্রায়ান মুনি সভাপতিকে পরামর্শ দেন যে লাইসেন্সের বিষয়ে সবাইকে প্রথম মালিকের থেকে জিসিএম কিভাবে লাইসেন্স পেল তা পরিষ্কার করে জানিয়ে দেয়া দরকার, যাতে বিনিয়োগকারীরা লাইসেন্সের ইতিহাস জানতে পারে এবং একটা স্পষ্ট অবস্থান বুঝতে পারে।

সভাপতি বলেন, প্রথমে চুক্তিটি পায় বিএইচপি বিলিটন, যারা এটা পেয়েছিল তৎকালীন বিএনপি সরকারের সময়। পরে জিসিএম বিএইচপি থেকে চুক্তিটি নেয়। সেটা আওয়ামী লীগের সরকার থেকেও সমর্থন পেয়েছিল। তার মানে দুটো সরকার এই চুক্তিকে সমর্থন দিয়েছে। সেই চুক্তির মধ্যে খনিজ উত্তোলনের লাইসেন্স আছে কিছু শর্ত সাপেক্ষে। কোম্পানির মতে, জিসিএম এসব শর্ত পূরণ করেছে এবং এখন এটা সরকারের দায়িত্ব এই খনি প্রকল্পকে অনুমোদন দেয়া। জিসিএম মনে করে যে যেহেতু তাদের বৈধ উত্তোলন চুক্তি আছে সরকারের সাথে এবং সরকার লাইসেন্সের ফিও জমা নিচ্ছে, এখন প্রকল্প চালু হওয়া উচিত।

স্যাম সভাপতিকে প্রশ্ন করে, 'আপনি বললেন যে আন্দোলনের সম্মুখ সারির নেতাদের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া ২৬টি মামলার ব্যাপারে আপনি কিছুই জানেন না। কিন্তু গ্যারি ব্যখ্যা দেয়ার পর আপনি বলছেন যে আপনি পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে জানেন না। আর এই যে একজন বিনিয়োগকারী আপনার কাছে জানতে চাইলেন যে আপনারা কিভাবে স্থানীয়দের, যাদের অনেকেই আপনাদের প্রকল্পের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তাদের মনোভাব পরিবর্তনে কাজ করছেন? তার উত্তরে আমি যদি বলি যে স্থানীয় আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলাগুলো নিয়ে আপনাদের খোলাখুলি কথা বলার দ্বিধার কারণ হচ্ছে আপনারা আইনি নিপীড়নের মাধ্যমে কার্যকরভাবে স্থানীয়দের মনোভাব পরিবর্তন করতে চাইছেন? গ্যারি, আপনি কি এ বিষয়ে সুনির্দিষ্টভাবে মন্তব্য করবেন যে, কোম্পানি ব্যাপক স্থানীয় জনসমর্থনের দাবি করে এবং দাবি করে যে তারা স্থানীয়দের জীবিকার উন্নয়ন ঘটাবে তারা কেন স্থানীয় আন্দোলনকারী, যারা খনি প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তাদের বিরুদ্ধে সুনাম নষ্টের অভিযোগ এনে আর্থিক ক্ষতিপূরণের মামলা করেছে?'

উত্তরে গ্যারি বলেন, 'আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর উপস্থিতিতে একটা খুব ছোট অংশ দলগতভাবে হিংসাত্মক হয়ে উঠেছিল। এটা সামাজিক শৃঙ্খলার পরিপন্থী। এক পর্যায়ে তারা সীমা অতিক্রম করে, যা স্থানীয় সাধারণ মানুষের আচরণের সাথে মেলেও না। এরা কতিপয় ছোট দল, যারা এলাকায় প্রভাব বিস্তারের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত আর তাদের মতামতকে অন্যদের ওপরে চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছে, যা কোনোভাবে ঠিক নয়। অপরাধের অভিযোগ পুলিশ দায়ের করেছে, কারণ আন্দোলনকারীরা দেশের আইন ভঙ্গ করেছে।' (সঠিক তথ্য: প্রতিবাদীদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এলাকার মানুষের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা- ফুলবাড়ী পৌরসভার নির্বাচিত মেয়র এবং বিপুল ভোটে নির্বাচিত প্রাক্তন উপজেলা চেয়ারম্যান- *সম্পাদক*)

জাহানারা বলেন, 'জিসিএম একটা ছোট কোম্পানি, আপনারা কেন ভাবছেন যে বাংলাদেশের মানুষ আপনাদের মতো কোম্পানিকে এত বড় একটা সম্পদ দিয়ে দেবে? যা কিছুই করেন না কেন, জনগণ আপনাদের এই প্রকল্প চালু করতে দেবে না।'

(সংক্ষেপিত)

রিচার্ড সলি: সমন্বয়ক, লন্ডন মাইনিং নেটওয়ার্ক।
ইমেইল: richardsolly@gn.apc.org

সামিনা লুৎফা নিত্রা: শিক্ষক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
ইমেইল: samina.luthfa@gmail.com